সুন্দর জীবনের প্রত্যয়ে-----

আলোর প্রদীপ

(ALLOR PRODIP)

সামাজিক উন্নয়নমূলক সংগঠন

আলোর প্রদীপ চত্বর,কাবিলপুর,

সোনাতলা,বগুড়া।

স্থাপিতঃ- ২০০৮ খ্রিঃ।

আলোর প্রদীপ গঠনতন্ত্র

কার্যকরঃ-

১০/০৭/২০১৭খ্রিঃ ৪র্থ কার্যপরিষদ কর্তৃক প্রজ্ঞাপন যার স্বারক নংঃআ/প/ক/স/ব/সা-১১৮-১৭ জারির মধ্যে দিয়ে এই গঠনতন্ত্রের সকল বিধান কার্যকর করা হলো।

অঙ্গীকারনামা

আমরা ১১ ই অক্টোবর ২০০৮খ্রিঃ প্রতিষ্ঠিত আলোর প্রদীপ সংগঠনের সদস্যগন ২৯/০৬/২০১৭ খ্রিঃ ও ৩০/০৬/২০১৭খ্রিঃ অনুষ্ঠিত সাধারন সভায় উপস্থিত হয়ে সর্ব আলোচনার মাধ্যমে আলোর প্রদীপ সংগঠনের পূর্ব্ববর্তী "সংগঠন সম্পর্কিত বিধিমালা-২০১০" বাতিল পূর্বক "আলোর প্রদীপ গঠনতন্ত্র" নামক নতুন গঠনতন্ত্রের আলোকে সংগঠন পরিচালনায় অঙ্গীকারাবদ্ধ হলাম।

সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতাঃ মোঃ মেহেরুল ইসলাম, সদস্য নংঃ ০৪।

প্রতিষ্ঠাতা সদস্যবৃন্দঃ-

১।মোঃ মহসীন আলী- সদস্য নং-০১।
২।মোঃ মেহেদী হাসান রিপন-সদস্য নং-০২।
৩।মোঃ মামুনুর রশীদ-সদস্য নং-০৩।
৪।এস এম আহসান কবির –সদস্য নং-০৫।
৫।মোঃ স্বপন মিয়া-সদস্য নং-০৬।
৬।মোঃ আতিকুর রহমান-সদস্য নং-১০।
৭।মোঃ আব্দুল রাজ্জাক-সদস্য নং-০৭।

গঠনতন্ত্র প্রনয়নঃ-

১।মোঃ মেহেরুল ইসলাম- চেয়ারম্যান।
২।মোঃ আশরাফুল ইসলাম- উপ-চেয়ারম্যান।

প্রস্তাবিত গঠনতন্ত্র উত্থাপনঃ-

মোঃ ইন্নাতুন মসনবী- সাংগঠনিক সম্পাদক।

দুই কার্যদিবসে মোট আলোচনা সময়কালঃ- ৮ ঘন্টা।
মোট সদস্য ৭২ জন।
প্রাপ্ত ভোটঃ- ৬০টি।
ভেটো প্রদানঃ-০০জন।
ভোট প্রদানে বিরতঃ-১২ জন।

সূচীপত্র

১। প্রথম অধ্যায়ঃ- পরিচিতি। **১-২**

অনুচ্ছেদ-১ নাম ।অনুচ্ছেদ-২ সাংগঠনিক কর্ম এলাকা ।অনুচ্ছেদ-৩ মূলনীতি ।অনুচ্ছেদ-৪ প্রতীক পতাকা ও শ্লোগান ।অনুচ্ছেদ-৫ কার্যালয়।
অনুচ্ছেদ-৬ সদস্য। অনুচ্ছেদ-৭ গঠনতন্ত্রের প্রাধান্য ।অনুচ্ছেদ-৮ গঠনতন্ত্র বাতিল,স্থগীতকরন ইত্যাদি অপরাধ ।
অনুচ্ছেদ-৯ গঠনতন্ত্রের সংশোধন অযোগ্য বিষায়বলি ।

২। দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ- সাংগঠনিক উদ্দেশ্যে। **২-৩**

অনুচ্ছেদ-১ সংগঠনের উদ্দেশ্যে ।অনুচ্ছেদ -২ সদস্যদের প্রাধান্য ।অনুচ্ছেদ-৩ সুযোগের সমতা ।অনুচ্ছেদ-৪ কর্তব্য ।অনুচ্ছেদ-৫ সাংগঠনিক সৃতি নিদর্শন প্রভৃতি ।অনুচ্ছেদ-৬ খেতাব প্রভৃতি গ্রহন ও সদস্যদের ব্যক্তি স্বাধীনতা ।

৩। তৃতীয় অধ্যায়ঃ- সদস্য পদ গ্রহন,প্রত্যাহার ও আচরন। **৩-৪**

অনুচ্ছেদ-১ সদস্যপদ গ্রহন ।অনুচ্ছেদ-২ সদস্যপদ প্রত্যাহার ।অনুচ্ছেদ-৩ সদস্যদের আচরন বিধি ।

৪। চতুর্থ অধ্যায়ঃ- অর্থ সংক্রান্ত । ৪-৫

অনুচ্ছেদ-১ সংযুক্ত তহবিল ।অনুচ্ছেদ-২ সাংগঠনিক অর্থের নিয়ন্ত্রন ।অনুচ্ছেদ-৩ বাজেট ।অনুচ্ছেদ-৪ বার্ষিক আর্থিক বিবৃতি।

৫। পঞ্চম অধ্যায়ঃ- সংগঠন পরিচালনা। **৫-৬**

অনুচ্ছেদ-১ সাংগঠনিক সভা ।অনুচ্ছেদ-২ পরিচালনা ।অনুচ্ছেদ-৩ সহযোগী অংশ ও উপ কমিটি ।অনুচ্ছেদ-৪ বিধি প্রনয়ন।

৬। ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ- শপথ ও চুক্তিনামা। **৬**

অনুচ্ছেদ-১ পদের শপথ ।অনুচ্ছেদ-২ চুক্তি সম্পাদন ।

৭। সপ্তম অধ্যায়ঃ – নির্বাচন। **৬-৭**

অনুচ্ছেদ-১ নির্বাচন কমিশন প্রতিষ্ঠা ।অনুচ্ছেদ-২ নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব ।অনুচ্ছেদ-৩ ভোটার তালিকা ।অনুচ্ছেদ-৪ নির্বাচন অনুষ্ঠানের সময় ।অনুচ্ছেদ-৫ নির্বাচনের প্রার্থীতা ।

৮। অষ্টম অধ্যায়ঃ- কার্যপরিষদ। ৭-১০

অনুচ্ছেদ-১ কার্যপরিষদ প্রতিষ্ঠা। অনুচ্ছেদ-২ কার্যপরিষদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার যোগ্যতা ও অযোগ্যতা ।অনুচ্ছেদ-৩ কার্যপরিষদের সদস্যপদ শূর্ন্য হওয়া ।
অনুচ্ছেদ-৪ কার্যপরিষদ সদস্যদের সম্মানী ।অনুচ্ছেদ -৫ কার্যপরিষদ সদস্য ও পদবী ।অনুচ্ছেদ-৬ পদের মেয়াদ ।অনুচ্ছেদ-৭ কার্যপরিষদের ক্ষমতা ও কার্য ।

৯। নবম অধ্যায়ঃ- উপদেষ্টা পরিষদ। ১০

অনুচ্ছেদ-১ গঠন। অনুচ্ছেদ-২ উপদেষ্টাদের কাজ।

১০। দশম অধ্যায়ঃ- পরিকল্পনা কাউন্সিল। **১১**

অনুচ্ছেদ-১ গঠন ।অনুচ্ছেদ-২ কাজ ও ক্ষমতা ।

সৌজন্যমূল্যঃ- ১০টাকা।
প্রকাশনায়ঃ তথ্য ও প্রকাশনা উপ কমিটি ,আলোর প্রদীপ।

আলোর প্রদীপ গঠনতন্ত্র

প্রথম অধ্যায়ঃ- পরিচিতি

অনুচ্ছেদ-১ নামঃ-

আলোর প্রদীপ একটি একক,সতন্ত্র ও সামাজিক উন্নয়নমূলক সংগঠন যা **"আলোর প্রদীপ"** নামে পরিচিত হবে।

অনুচ্ছেদ-২ সাংগঠনিক কর্ম এলাকাঃ-

আলোর প্রদীপ সংগঠনের কর্ম এলাকা বলতে গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ এর ভৌগোলিক সীমারেখাকে বুঝাবে।

অনুচ্ছেদ-৩ মূলনীতিঃ-

(ক)। সর্বপ্রথমে সৃষ্টিকর্তার উপর বিশ্বাস ও আস্থা স্থাপন , সমাজের বিভিন্ন স্তরের নানামুখী সমস্যাবলী নিরূপণ করে তদানুসারে দেশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশের মাধ্যমে উক্ত সমস্যাবলি সমাধানের প্রচেষ্টা চালানো।

(খ)। সংগঠনের সদস্যগন স্বেচ্ছাসেবী হিসাবে আত্মনিয়োগ করবে।

(গ) সম্পূর্ন অরাজনৈতিক থাকায় সচেষ্ট হবে।

অনুচ্ছেদ-৪ প্রতীক পতাকা ও শ্লোগানঃ-

(ক) প্রতীকঃ উদীয়মান সূর্যের চতুর্পার্শ্বে অর্ধবৃত্ত আসমানী রঙ দ্বারা অর্ধবৃত্ত টি সীমাহীন বিশালতা ও সবুজ রঙের ইউ আকৃতি দ্বারা দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকেই প্রকাশ করে।

(খ) **পতাকাঃ** সাদা রঙের মধ্যে উদীয়মান লাল সূর্য,বাম পার্শ্বে আসমানী রঙ লম্বভাবে সাদা অংশকে খন্ডিত করে এবং উপরের দিকে ডানপার্শ্বে ত্রিভূজ আকৃতির সবুজ রঙের মিশ্রন।

(গ) **শ্লোগানঃ** সংগঠনের শ্লোগান হবে **"সুন্দর জীবনের প্রত্যয়ে"** ।যা জগতের সর্বক্ষেত্রে সুন্দরের বারতা বহন করবে।

অনুচ্ছেদ-৫ কার্যালয়ঃ-

সংগঠনের প্রধান কার্যালয় বাংলাদেশের যেকোন স্থানে স্থাপিত হতেপারে তবে অস্থায়ী কার্যালয় হবে বগুড়া জেলার সোনাতলা উপজেলাধীন কাবিলপুর, তবে সংগঠনের শাখা কার্যালয় বাংলাদেশের যে কোন উপযুক্ত নির্ধারিত স্থানে স্থাপন করা যেতে পারে।

অনুচ্ছেদ-৬ সদস্যঃ-

আলোর প্রদীপের সদস্য বলতে সংগঠনের সদস্য পদে নির্ধারিত বিধান ও অন্যান্য নিয়মাবলী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গকে বুঝাবে।

অনুচ্ছেদ-৭ গঠনতন্ত্রের প্রাধান্যঃ-

(ক) সংগঠনের সকল ক্ষমতার মালিক কেবল অনুচ্ছেদ(৬) এর দ্বারা স্বীকৃত সদস্যগন এবং সদস্যগনের পক্ষে সেই ক্ষমতার প্রয়োগ কেবল এই গঠনতন্ত্রের অধীন ও কর্তৃত্বে কার্যকর হবে।

(খ) সদস্যগনের অভিপ্রায়ে পরম অভিব্যক্তিরূপে এই গঠনতন্ত্র সাংঠনিক সর্বোচ্চ আইন এবং অন্যকোন বিধিমালা যদি গঠনতন্ত্রের সাথে অসামজস্যপূর্ন হয় তবে উক্ত বিধিমালার যতোখানি অসামজস্যপূর্ন ততখানি বাতিল হবে।

অনুচ্ছেদ-৮ গঠনতন্ত্র বাতিল,স্থগীতকরন ইত্যাদি অপরাধঃ-

(ক) কোন ব্যাক্তি শক্তি প্রদর্শন বা শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে বা অন্য কোন বিধিবর্হিভূতভাবে-

১। এই গঠনতন্ত্র বা এর কোন অনুচ্ছেদ রদ ,রহিত বা বাতিল বা স্থগিত করলে বা বাতিল বা স্থগিত করার উদ্যাগ গ্রহন বা ষড়যন্ত্র করলে কিংবা-

২। এই গঠনতন্ত্র বা এর কোন বিধির প্রতি সদস্যদের আস্থা ,বিশ্বাস ভঙ্গ করলে বা ভঙ্গ করার উদ্যেগ গ্রহন বা ষড়যন্ত্র করলে-

তার এই কাজ সম্পূর্ন সংগঠন বিরোধী এবং ঐ ব্যক্তি সংঠগনের বিদ্রোহী হিসেবে দোষী হবেন।

(খ) অনুচ্ছেদ এর (ক) নং দফার (২) নং বিধিতে বর্নিত –

১। কোন কাজ করতে সহযোগিতা বা উস্কানি প্রদান ,কিংবা উক্ত ষড়যন্ত্রমূলক কাজ অনুমোদন,মার্জনা,সমর্থন বা অনুসমর্থন করলে তার এইরূপ কাজও একই অপরাধ বলে বিবেচিত হবে।

২। এই অনুচ্ছেদে বর্নিত অপরাধে দোষী ব্যক্তি সাংগঠনিক বিধির অন্যান্য অপরাধের জন্য নির্ধারিত দন্ডের সর্বোচ্চ শাস্তি প্রাপ্ত হবেন।

অনুচ্ছেদ-৯ গঠনতন্ত্রের সংশোধন অযোগ্য বিষায়বলিঃ-

(ক) গঠনতন্ত্রের প্রথম অধ্যায় ও দ্বিতীয় অধ্যায়ের অনুচ্ছেদ(১) এ যা কিছুই থাকুক না কেন এবং এ সংক্রান্ত অনুচ্ছেদসমূহের বিধানাবলি সংযোজন, পরিবর্তন, প্রতিস্থাপন,রহিতকরন কিংবা অন্যকোন পন্থায় সংশোধনের অযোগ্য হবে।(তবে শর্ত থাকে যে, সরকারী দপ্তর হতে নিবন্ধিত হওয়ার পূর্ব সময় পর্যন্ত প্রথম অধ্যায়ের অনুচ্ছেদ(১) পরিবর্তন যোগ্য)

(খ) গঠনতন্ত্রের প্রথম অধ্যায়ের সকল অনুচ্ছেদ ব্যতিত অন্যান্য অনুচ্ছেদ সমূহে পরিবর্তন,সংশোধন,কর্তন,সংযোজন, প্রতিস্থাপন, রহিতকরনের নিমিত্তে গঠনতন্ত্রের প্রথম অধ্যায়ের অনুচ্ছেদ(৬) দ্বারা স্বীকৃত সদস্যগনের মোট সংখ্যার দুই তৃতীয়াংশের সমর্থন প্রয়োজন হবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ- সাংগঠনিক উদ্দেশ্য

অনুচ্ছেদ-১ সংগঠনের উদ্দেশ্যঃ-

(ক) সংগঠন সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাশ্রমের মাধ্যমে সামাজিক ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত সমস্যাবলি দূরীকরন বা সহনীয় পর্যায়ে রাখার নিমিত্তে নানামুখী কর্ম সম্পাদন করবে-

১। নিরক্ষরতা দূরীকরন ও শিক্ষাবান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করনে নানামুখী বাস্তব ভিত্তিক কর্ম সম্পাদন।

২। সামাজিক ক্ষেত্রে নানামুখী কুসংস্কার দূরীকরনের লক্ষ্যে কার্যকরি উদ্যাগ গ্রহন।

৩। সামাজিক জনসচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে বাল্য বিয়ে প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় উদ্দ্যাগ গ্রহন।

৪। মাদকাশক্তির করাল গ্রাস হতে সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করা।

৫। কর্মমূখী শিক্ষার মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠী কে আত্মনির্ভরশীল হতে সহায়তা করা।

৬। শিশু শ্রম বন্ধে সচেতনতা বৃদ্ধি ও প্রয়োজনীয় উদ্দ্যাগ গ্রহন ।

৭। যৌতুক প্রথা প্রতিরোধে সচেতনতা বৃদ্ধি কর্ম সম্পাদন।

(খ) এই ভাগে বর্নিত নীতি সমূহ সংগঠন পরিচালনার মূলসূত্র হবে,বিধি প্রনয়ন কালে সংগঠন তা প্রয়োগ করবে। এই গঠনতন্ত্র সংগঠনের অন্যান্য বিধিমালার ব্যাখ্যা দানের ক্ষেত্রে নির্দেশক হবে এবং তা সংগঠন ও সদস্যর কাজের ভিত্তি হবে।

অনুচ্ছেদ -২ সদস্যদের প্রাধান্যঃ-

(ক) সংগঠনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে সদস্যদের কার্যকর অংশগ্রহন নিশ্চিত হবে।

(খ) সংগঠন সর্বদা সংগঠন অধিভুক্ত সদস্যদের মৌলিক অধিকার ,মানব সত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত করবে।

(গ) সংগঠন অধিভুক্ত বা সাংগঠনিক কর্মউৎপাদনের মাধ্যমে অর্জিত সম্পদ সমূহের উপর সকল সদস্যর মালিকানা নিশ্চিত থাকবে।

অনুচ্ছেদ-৩ সুযোগের সমতাঃ-

(ক) সকল সদস্যদের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিত করতে সংগঠন সচেষ্ট থাকবে।

(খ) সদস্যদের একে অপরের মধ্যকার পরস্পর আন্তরিকতা বৃদ্ধি ও সাংগঠনিক অসমতা বিলোপ করবার জন্য সুষম সুযোগ –সুবিধাদান নিশ্চিত করবার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করবে।

(গ) সংগঠনের সকল স্তরে মহিলাদের অংশগ্রহন ও সুযোগের সমতা সংগঠন নিশ্চিত করবে।

অনুচ্ছেদ-৪ কর্তব্যঃ

(ক) গঠনতন্ত্র ও বিধি সমূহ মান্য করা , শৃংখলা রক্ষা করা, সাংগঠনিক দায়িত্ব পালন করা এবং সাংগঠনিক অর্জিত সকল সম্পদ রক্ষা করা প্রত্যেক সদস্যর একান্ত কর্তব্য।

(খ) সকল সময়ে সদস্যদের সেবা করার চেষ্টা করা সাংগঠনিক কর্মে নিযুক্ত প্রত্যেক প্রতিনিধির কর্তব্য।

(গ) সংগঠন যেহেতু অরাজনৈতিক স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে অধিষ্ঠিত সেহেতু বিধি দ্বারা অন্তরভুক্ত সকল সদস্য রাজনৈতিক কর্মকান্ড হতে যতটা সম্ভব দূরে অবস্থান করা কর্তব্য।

অনুচ্ছেদ-৫ সাংগঠনিক সৃতি নিদর্শন প্রভৃতিঃ-

(ক) বিশেষ শৈল্পিক বা সাংগঠনিক গুরুত্বপূর্ণ বা তাৎপর্যমন্ডিত সৃতিনিদর্শন ,বস্তু বা তথ্য সমূহ বিকৃতি ,বিনাশ, বা ধ্বংসের হাত হতে রক্ষা করবার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সংগঠন গ্রহন করবে।

অনুচ্ছেদ-৬ খেতাব প্রভৃতি গ্রহন ও সদস্যদের ব্যক্তি স্বাধীনতাঃ

(ক) কার্যপরিষদের পূর্বানুমোদন ব্যতিত কোন সদস্য সাংগঠনিক পদ পদবী উপলক্ষ্যে পূর্বক রাষ্ট্র, কোন নাগরিক, অন্য কোন সংস্থার বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে কোন উপাধি,খেতাব,সম্মান,পুরষ্কার বা ভূষন গ্রহন করতে পারবেন না।

(খ) বিধির ধারায় অযোগ্য ব্যতিত কোন সদস্যর জীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতা ভোগ হতে কোন সদস্যকেই বাধা প্রদান বা বিধিনিষেধ আরোপ করা যাবে না।

তৃতীয় অধ্যায়ঃ- সদস্য পদ গ্রহন,প্রত্যাহার ও আচরন

অনুচ্ছেদ-১ সদস্যপদ গ্রহনঃ-

(ক) সাংগঠনিক কর্মকান্ড পরিচালনার ক্ষেত্রে কার্যপরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত সদস্যপদ ব্যবস্থা প্রচলিত হবে।একমাত্র দাতা সদস্য প্রদানের ক্ষেত্রে কোন বিধিই কার্যকরি হবেনা এবং তারা কার্যপরিষদ কর্তৃক প্রনীত বিধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবেন। সাধারন সদস্যপদে অন্তর্ভুক্তের নিমিত্তে যে বিষয়াবলি বা সূচক সদস্য পদ গ্রহনের যোগ্যতা হিসেবে নিরুপিত হবে-

১। স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান হতে নূন্যতম অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাগত যোগ্যতা।

২। জন্মসনদ বা নাগরিকত্ব সনদ অনুযায়ী আঠারো বছর বয়স।

৩। সৎ,কর্মঠ, নীতিবান, চরিত্রবান।

৪। রাজনৈতিক কর্মকান্ডের সহিত বা প্রতিষ্ঠানের সহিত প্রত্যেক্ষভাবে জড়িত নাই।

৫। ত্যাগী মনোভাবের অধিকারি ও স্বেচ্ছাশ্রম প্রদানে আগ্রহী।

৬। প্রতি মাসে নূন্যতম দশ টাকা প্রদানে সক্ষম বা কার্যপরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য কার্যে অংশগ্রহনে সক্ষম।

৭। কোন ফৌজদারি অপরাধে দন্ডিত নয় এমন।

৮। বাংলাদেশের আইন অনুযায়ী পাগল বা প্রচলিত মানবিক মূল্যবোধে অক্ষম নয় এমন।

(খ) সদস্যপদ গ্রহনের ক্ষেত্রে তৃতীয় অধ্যায়ের অনুচ্ছেদ(১) এর (ক) নং দফায় উল্লেখিত শর্তাবলি পূরন সাপেক্ষে নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে সাধারন সদস্যপদ প্রদান করা যাবে-

১। সদস্য পদ গ্রহনের জন্য আবেদনকারী ব্যক্তিকে সংগঠন কর্তৃক নির্ধারিত আবেদন ফরমে উল্লেখিত তথ্য প্রদান ও উক্ত আবেদনপত্রে সাংগঠনিক অন্যকোন সদস্য দ্বারা সুপারিশ প্রাপ্ত।

২। আবেদনপত্র জমা প্রদানের সময় অগ্রীম সদস্য ফি ফরম মূল্য, মাসিক দানের অর্থ অন্তত এক মাসের অগ্রীম নির্ধারিত রশিদ বইয়ের মাধ্যমে জমা প্রদান। পরবর্তি পর্যালোচনায় যদি আবেদনপত্রটি অবিবেচ্য বলে প্রতিয়মান হয় তবে ফরম মূল্য কর্তন পুর্বক অন্যান্য ফি আবেদনকারীকে ফেরত দেওয়া হবে।

৩। প্রাথমিক আবেদন পত্র বিবেচিত হলে আবেদনকারীকে সদস্য ফরম পূরন ও অঙ্গীকার নামা স্বীকার , অগ্রীম সমস্ত ফি পরিশোধ পূর্বক সদস্য ফরম জমা প্রদান করতে হবে।

অনুচ্ছেদ-২ সদস্যপদ প্রত্যাহারঃ –

(ক) সাংগঠনিক কর্মকান্ড হতে বিরত হতে ইচ্ছা পোষন করলে সু-নির্দিষ্ট কারন উল্লেখপূর্বক ,পূর্ববর্তি বকেয়া পরিশোধ করে সাংগঠনিক চেয়ারম্যান বরাবর আবেদনপত্র প্রেরন করতে হবে।

(খ) সদস্য কর্তৃক সদস্য পদ প্রত্যাহারের আবেদনপত্রটি সংগঠন যাচাই ও বিবেচনা পূর্বক প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত আবেদনকারীকে অবহিত করবে।

অনুচ্ছেদ-৩ সদস্যদের আচরন বিধিঃ-

(ক) সাংগঠনিক শৃংখলা ও সদস্যদের একে অন্যর পারস্পরিক সৌহার্দ্যপূর্ন সম্পর্ক স্থাপনের নিমিত্তে সদস্যদের আচরনবিধি হবে-

১। সংগঠনের প্রদান করা সকল অর্থই দান বলে বিবেচিত হবে এবং উক্ত দানের অর্থ কোন সদস্যই ব্যক্তিগতভাবে হস্তগত , বা এর বিনিময়ে সুযোগ লাভ বা এর লভ্যাংশ বা প্রদেয় অর্থ ফেরত দাবী অযোগ্য বিবেচিত হবে।

২। অর্থ সংক্রান্ত যে কোন তথ্য সংগঠন প্রত্যেক সদস্যর নিকট প্রদান ও যৌক্তিক নিয়মের ভিত্তিতে প্রেরিত হবে।

৩। সাংগঠনিক শৃংখলা বিনষ্ট হতে পারে এমন কোন কর্মকান্ডে জড়িত বা পারস্পারিক বিরোধ বা সাংগঠনিক অভ্যন্তরীন গোপনীয় বিষায়াবলি জনসম্মুখে প্রকাশ করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হবে।

৪। স্বেচ্ছাশ্রমের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সময়ে সাংগঠনিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহন বা পরোক্ষভাবে সহযোগিতা করা।

৫। সর্বক্ষেত্রে সর্বদায় সংঠনের স্বার্থ সংরক্ষনে সচেষ্ট থেকে সাংগঠনিক কার্যপরিধি বিস্তৃত করতে প্রয়াস চালানো।

৬।গঠনতন্ত্রের প্রতি সম্পূর্ন আনুগত্য স্থাপন ও কার্যপরিষদের সকল সিদ্ধান্তের প্রতি আনুগত্য ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে সচেষ্ট থাকা।

৭। সাংগঠনিক কাঠামো নীতি অনুসরন করে ব্যক্তিগত বা মুষ্ঠিমেয় উদ্যাগে আলাদা নামধারী সংগঠন প্রতিষ্ঠা হতে বিরত থাকা,তবে সংগঠন অধিভুক্ত এবং নাম ঠিক রাখা স্বাপেক্ষে কার্যপরিষদের অনুমতির ভিত্তিতে সংগঠন প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ থাকবে।

৮। কার্যপরিষদ বা অন্য কোন সদস্যর আনিত প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট প্রদান, নিজস্ব মতামত প্রদান বা প্রস্তাব পেশের সমান সুযোগ থাকবে।তবে আনিত প্রস্তাব বা ভেটো প্রদানের পক্ষে মোট সদস্যর দুই তৃতীয়াংশ সদস্যর সমর্থনের প্রয়োজন হবে।

৯। কোন সদস্য যে কোন সদস্যর বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ আনতে পারবেন যদি উক্ত অভিযোগ সংগঠন বিরোধী কর্মকান্ড বা বিধি বর্হিভূত কর্মকান্ড পরিচালিত হয়েছে বলে প্রতিয়মান হয় তবে কার্যপরিষদ উপদেষ্টাদের সমন্বয়য়ে একটি অভিযোগ নিষ্পত্তি কাউন্সিল গঠন করবে এবং অভিযোগ নিষ্পত্তি কাউন্সিল যেরূপ নির্দেশনা বা ব্যাখ্যা প্রদান করবে কার্যপরিষদ সেইরূপ কার্য বা সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করবে।

১০। সকল সদস্যই কার্যপরিষদ গঠনের জন্য ঘোষিত সাধারন নির্বাচনে অংশগ্রহন ও কার্যপরিষদ সদস্য নির্বাচনে ভোট প্রদান করার অধিকার সংরক্ষন করে।

১১। সকল সদস্যই একে অন্যর প্রতি পারস্পারিক শ্রদ্ধাবোধ প্রদর্শন,সম্মান জনক ভাষা প্রয়োগ,ব্যক্তি বা আত্নীয়তার সম্পর্কের উর্দ্ধে অবস্থান করবে।

১২। কার্যসভা চলাকালীন শালীনতাপূর্ন শব্দ প্রয়োগ, সভার প্রতি আস্থা প্রদর্শন, একে অন্যর প্রতি কটূক্তি বা ব্যাঙ্গাত্বক শব্দ পরিহার, বা এমন কোন অঙ্গ-ভঙ্গি প্রদর্শন হতে বিরত থাকা যা কিনা শৃংখলা বিঘ্নিত হওয়ার প্রয়াস চালায়।

১৩। কার্যসভা চলাকালীন সময়ে রজনৈতিক,সূচী বর্হিভূত আলোচনায় অংশগ্রহন, অপ্রয়োজনীয় কার্যসভা ত্যাগ,বা অন্য সদস্যর আনীত প্রস্তাবের সাথে দ্বন্দে বা তর্কে জড়ানো যা শৃংখলা নষ্ট করে এমন কাজ হতে বিরত থাকা।

চতুর্থ অধ্যায়ঃ- অর্থ সংক্রান্ত

অনুচ্ছেদ-১ সংযুক্ত তহবিলঃ-

(ক) সংগঠন কর্তৃক প্রাপ্ত সকল আয়, সংগৃহিত সকল অনুদান,ঋণ গ্রহন এবং কোন ঋণ পরিশোধ হতে সংগঠন কর্তৃক প্রাপ্ত সকল অর্থ একটি মাত্র তহবিলের অংশে পরিনত হবে এবং উক্ত তহবিল "সংযুক্ত তহবিল" নামে অভিহিত হবে।

(খ) সংগঠন কর্তৃক বা সংগঠনের পক্ষে প্রাপ্ত অন্য সকল সাংগঠনিক আয় সংযুক্ত তহবিলে জমা ও নিম্নোক্ত বিষয়াবলি হতে প্রাপ্ত অর্থ-

১। সদস্য কর্তৃক দানের অর্থ।

২।সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান।

৩। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ,অন্য কোন প্রতিষ্ঠান, কোম্পানী বা ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান।

৪। কোন বিদেশী সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান।

৫। সাংগঠনিক বিনিয়োগ কৃত অর্থ হতে আয়।

৬। অন্যান্য যে কোন উৎস হতে প্রাপ্ত অর্থ।

অনুচ্ছেদ-২ সাংগঠনিক অর্থের নিয়ন্ত্রনঃ-

(ক) সাংগঠনিক অর্থের রক্ষণাবেক্ষণ ক্ষেত্রমতে সংযুক্ত তহবিলের অর্থ প্রদান বা তা হতে অর্থ প্রত্যাহার এতদাসংক্রান্ত ক্ষমতা কোষাধ্যক্ষ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হবে।

(খ) সংযুক্ত তহবিলের অর্থ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত ব্যাংক হিসাবে জমা ও তহবিলের অর্থ চেয়ারম্যান ও কোষাধ্যক্ষর যৌথ স্বাক্ষরে পরিচালিত হবে।

(গ) সংযুক্ত তহবিলের অর্থ কার্যপরিষদের অনুমোদনে যে কোন লাভ জনক খাতে বিনিয়োগ করা যাবে।

অনুচ্ছেদ-৩ বাজেটঃ-

(ক) পহেলা ডিসেম্বর হতে ত্রিশে নভেম্বর পর্যন্ত সময় কে সাংগঠনিক অর্থ বছর গন্য ও উক্ত সময়ে প্রনীত সম্পূরক বাজেট এর নির্ধারিত বরাদ্দ দ্বারা বাৎসরিক সাংগঠনিক ব্যয় নির্বাহ হবে।

(খ) বাৎসরিক আয় ব্যয় হিসাবের ভিত্তিতে কোষাধ্যক্ষ সংগঠন উপযোগি সম্পূরক বাজেট সাধারন সভায় উপস্থাপন, উত্থাপিত বাজেটের উপর মোট সদস্যর দুই তৃতীয়াংশের সমর্থন ও সমর্থিত বাজেটে চেয়ারম্যানের অনুমোদনে কার্যকর করা যাবে।

অনুচ্ছেদ-৪ বার্ষিক আর্থিক বিবৃতিঃ-

(ক) প্রত্যেক অর্থ বছর সম্পর্কে উক্ত বছরের জন্য কার্যপরিষদ অনুমিত আয়-ব্যয় সংবলিত একটি বিবৃতি সাধারন সভায় উত্থাপিত হবে।বার্ষিক আর্থিক বিবৃতিতে পৃথক পৃথকভাবে-

১। এই গঠনতন্ত্র দ্বারা বা অধীন সংযুক্ত তহবিলের উপর দায় রুপে বর্নিত ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ এবং,

২। সংযুক্ত তহবিল হতে ব্যয় করা হবে ,এরুপ প্রস্তাবিত অন্যান্য ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ প্রর্দশিত হবে এবং অন্যান্য ব্যয় হতে সাংগঠনিক খাতে ব্যয় পৃথক করে প্রদর্শিত হবে।

৩। সংযুক্ত তহবিলের দায়যুক্ত ব্যয় সম্পর্কিত বার্ষিক আর্থিক বিবৃতির অংশ সাধারন সভায় আলোচনা করা হবে কিন্তু ভোটের আওতাভুক্ত হবে না।

৪। অন্যান্য ব্যয় সম্পর্কিত বার্ষিক আর্থিক বিবৃতির অংশ মঞ্জুরি দাবীর আকারে সাধারন সভায় উত্থাপিত হবে এবং কোন মঞ্জুরি দাবীতে সম্মতিদানের বা সম্মতিদানে অস্বীকৃতি বা মঞ্জুরি দাবিতে নির্ধারিত অর্থ হ্রাস সাপেক্ষে তাতে সম্মতিদানের ক্ষমতা সদস্যদের থাকবে।

৫। চেয়ারম্যানের সুপারিশ ব্যতীত কোন মঞ্জুরি দাবি করা যাবে না।

পঞ্চম অধ্যায়ঃ- সংগঠন পরিচালনা।

অনুচ্ছেদ-১ সাংগঠনিক সভাঃ-

(ক) সাধারন সভা ও বিশেষ সভা নামক দুটি সভা অনুষ্ঠিত হবে। সাধারন সভায় সকল সদস্য অংশ গ্রহন ,গুরুত্বপূর্ন সিদ্ধান্ত প্রদান এবং বিশেষ সভায় নির্বাচিত কার্যপরিষদ সদস্যগন অংশগ্রহন বা কার্যপরিষদ কর্তৃক প্রয়োজনীয় সদস্যগণ অংশগ্রহন পূর্বক গুরুত্বপূর্ন সাংগঠনিক সিদ্ধান্ত গ্রহন করবে যা কিনা অন্যান্য বিধানের পরিপন্থী নয়। এছাড়াও সমন্বয় সভা ,কার্য উপদেষ্টা সভা অনুষ্ঠিত হবে।

(খ) সভা সমূহের কার্যপদ্ধতি কার্যপরিষদ কর্তৃক নির্ধারন ও নিয়ন্ত্রন, চেয়ারম্যান কর্তৃক সভার স্থান ,সময় নির্ধারন স্বাপেক্ষে সাধারন সম্পাদক সকল ধরনের সভা আহ্বান করবেন। সাংগঠনিক প্রয়োজনে যে কোন ধরনের সভা আহ্বান , প্রতি মাসে অন্তত পক্ষে একটি সভা বা একাধিক সভা অনুষ্ঠিত হবে।তবে কার্যপরিষদ সভার ক্ষেত্রে একটি সভা হতে আরেকটি সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার ক্ষেত্রে পয়তাল্লিশ দিনের অধিক অতিবাহিত বা বিরতি থাকবে না।

(গ) চেয়ারম্যান কার্য-উপদেষ্টা সভা ব্যাতিত সকল সভায় সভাপতিত্ব করবেন।চেয়ারম্যানের অনুপস্থিতে তৎকর্তৃক নির্দেশিত ব্যক্তি বা কোন নির্দেশনা না থাকলে সভায় উপস্থিত সদস্যগনের দ্বারা নির্বাচিত সদস্য সভাপতিত্ব করবেন।

(ঘ) সাধারন সভায় কোরামের জন্য মোট সদস্যর অন্যূন এক সপ্তমাংশ সদস্যর উপস্থিতি প্রয়োজন, তবে মুলতবি সভার ক্ষেরে কোন কোরামের প্রয়োজন নেই।

(ঙ) সভায় প্রত্যেক সদস্যর একটি করে ভোট থাকবে এবং ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভায় সভাপতিত্বকারী সদস্যর দ্বিতীয় বা নির্নায়ক ভোট প্রদানের ক্ষমতা সংরক্ষন,কার্যপরিষদে সদস্যর শূণ্যতা বা ত্রুটি থাকার কারনে কার্যপরিষদের কার্যধারা অবৈধ হবে না বা এ সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করা যাবে না।

অনুচ্ছেদ-২ পরিচালনাঃ-

(ক) সংগঠন গঠনতন্ত্রের সকল বিধানাবলি কে ভিত্তি ধরে নির্বাচিত কার্যপরিষদ ও নির্বাচনকালীন সাংগঠনিক উপ –কমিটি বা নির্বাচন কমিশন দ্বারা পরিচালিত হবে।

(খ) বাংলাদেশের সংবিধানের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ , দেশের প্রতি সম্মান, ও যেকোন রাষ্ট্র বিরোধী কর্মকান্ড পরিচালনা হতে বিরত থাকার নিমিত্তে সাধারন সদস্যদের প্রত্যেক্ষ ভোটে কার্যপরিষদ গঠিত হবে।

অনুচ্ছেদ-৩ সহযোগী অংশ ও উপ কমিটিঃ

(ক) সংগঠনের কার্যপরিধি বিবেচনা ও কর্মপরিকল্পনা সুষ্ঠভাবে বাস্তবায়নের উদ্দেশ্য কার্যপরিষদ কর্তৃক সহযোগী দল অনুমোদন, উপ কমিটি গঠন ও উপ কমিটির কার্যপদ্ধতি নির্ধারিত হবে।

(খ) কমিটি , উপ কমিটি পরিচালনার জন্য আলাদা আলাদা বিধিমালা প্রণয়ন ,সহযোগী দল গুলোর নিজস্ব বিধিমালার আলোকে পরিচালনা পূর্বক কার্যপরিষদ নিয়িন্ত্রন কারার ক্ষমতা সংরক্ষন করে।এ ক্ষেত্রে সাধারন নির্বাচনের প্রয়োজন নেই তবে গঠিত কমিটির নির্দিষ্ট মেয়াদ কার্যপরিষদ কর্তৃক নির্ধারন ও উপ কমিটির মেয়াদ এক বছরের অধিক হবে না।

অনুচ্ছেদ-৪ বিধি প্রনয়নঃ-

(ক) সাংগঠনিক প্রয়োজনে গঠনতন্ত্রের সহিত সামজশ্যপূর্ণ ও নিয়মাবলির ব্যত্যয় না ঘটিয়ে কার্যপরিষদ যে কোন ধরনের বিধিমালা প্রনয়নের ক্ষমতা সংরক্ষন করে যদি উক্ত বিধি দ্বারা গঠনতন্ত্রের প্রথম অধ্যায়ের ও মূলনীতি সমূহের কোন ব্যাঘাত না ঘটে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ- শপথ ও চুক্তিনামা

অনুচ্ছেদ-১ পদের শপথঃ-

(ক) যে কোন পদে নির্বাচিত বা নিযুক্ত ব্যক্তি কার্যভার গ্রহনের পূর্বে শপথ গ্রহন বা ঘোষনা করবেন এবং অনূরুপ শপথপত্রে বা ঘোষনা পত্রে স্বাক্ষর দান করবেন।

(খ) এই গঠন্তন্ত্রের অধীন নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তির নিকট শপথ গ্রহন আবশ্যক হলে নির্বাচন কমিশন যেরুপ ব্যক্তি ও স্থান নির্ধারন করবেন সেইরুপ ব্যক্তির নিকট সেইরুপ স্থানে শপথ গ্রহন করা যাবে।

(গ) নির্বাচন কমিশন কর্তৃক সাধারন নির্বাচনের ফলাফল গেজেট প্রজ্ঞাপিত হওয়ার তারিখ হতে পরবর্তি সাত দিনের মধ্যে এই গঠনতন্ত্রের অধীন এতদদ্দুশ্যে নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা তদুদ্দেশ্যে অনুরূপ ব্যক্তি কর্তৃক নির্ধারিত অন্যকোন ব্যক্তি যে কোন কারনে নির্বাচিত সদস্যদের শপথ পরিচালনা করতে ব্যার্থ হলে বা না করলে প্রধান নির্বাচন কমিশনার সাত দিনের মধ্যে শপথ পাঠ পরিচালনা করবেন।

(ঘ) এই গঠনতন্ত্রের অধীন যে ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তির পক্ষে কার্যভার গ্রহনের পূর্বে শপথ গ্রহন আবশ্যক, সেই ক্ষেত্রে শপথ গ্রহনের অব্যবহিত পর তিনি কার্যভার গ্রহন করেছেন বলে গণ্য হবে। ফলাফল প্রজ্ঞাপিত হওয়ার এবং অন্যান্য সদস্যর কার্যভার গ্রহনের সময় হতে পরবর্তি ত্রিশ দিনের মধ্যে কোন সদস্য শপথ গ্রহনে অপারগ বা ব্যার্থ হলে উক্ত পদ নির্বাচন কমিশন শূণ্য ঘোষনা বা পুনঃনির্বাচন দিতে পারবে।

অনুচ্ছেদ-২ চুক্তি সম্পাদনঃ-

(ক) যে কোন সাংগঠনিক চুক্তি সম্পাদনের ক্ষমতা কার্যপরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত ব্যক্তির উপর আরোপিত হবে।এবং সম্পাদিত চুক্তির বিষয়বস্তু সাধারন সভায় উত্থাপিত হবে এবং উক্ত চুক্তির উপর আলোচনা হতে পারে কিন্তু ভোট প্রদান হবে না।

সপ্তম অধ্যায়ঃ - নির্বাচন

অনুচ্ছেদ-১ নির্বাচন কমিশন প্রতিষ্ঠা ঃ-

(ক) একজন সদস্যকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অনধিক দুইজন কমিশনার নিয়ে নির্বাচনকালীন সময়ে "সাংগঠনিক উপ কমিটি" একটি নির্বাচন কমিশন প্রতিষ্ঠা করবে এবং উপদেষ্টা পরিষদ নির্বাচন কমিশনের পর্যবেক্ষনের ভূমিকা পালন করবে।

(খ) একাধিক নির্বাচন কমিশনার কে নিয়ে নির্বাচন কমিশন গঠিত হলে প্রধান নির্বাচন কমিশনার সভাপতিরুপে কার্যপরিচালনা করবেন।

(গ) এই গঠনতন্ত্রের বিধানাবলি সাপেক্ষে নির্বাচন কমিশনের মেয়াদ কমিশনের সদস্যদের শপথ ও কার্যভার গ্রহনের তারিখ হতে নির্বাচিত সদস্যদের শপথ গ্রহনের দিন পর্যন্ত হবে ।এবং-

(ঘ) নির্বাচন কমিশনে নিয়োজিত আছেন এমন কোন সদস্য নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবেন না।

(ঙ) নির্বাচন কমিশন দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে স্বাধীন থাকবে এবং কেবল এই গঠনতন্ত্রের বিধির অধীন হবেন। এবং নির্বাচন কালীণ সময়ে "সাংগঠনিক উপ কমিটি" নির্বাচন কমিশনের কার্য সহযোগীতা ও পর্যবেক্ষনের দায়িত্ব পালন করবে।

(চ) কার্যপরিষদ কর্তৃক প্রনীত যে কোন বিধানাবলী সাপেক্ষে নির্বাচন কমিশনারদের কর্মের শর্তাবলি প্রধান উপদেষ্টার আদেশের দ্বারা যেরুপ নির্ধারন করবে সেইরুপ হবে।

(ছ) নির্বাচন কমিশনার প্রধান উপদেষ্টা কে উদ্দেশ্য করে স্বাক্ষর যুক্ত পদত্যাগে স্বীয় পদ ত্যাগ করতে পারবেন।

অনুচ্ছেদ-২ নির্বাচন কমিশনের দায়িত্বঃ-

(ক) সাংগঠনিক যে কোন ধরনের নির্বাচন, ভোটার তালিকা প্রস্তুত করনের তত্ত্বাবধায়ন নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রন বা অনূরুপ নির্বাচন পরিচালনার দায়ীত্ব নির্বাচন কমিশনের উপর ন্যাস্ত থাকবে।এবং নির্বচন কমিশন এই গঠনতন্ত্র অনুযায়ি –

১। কার্যপরিষদ সদস্যর নির্বাচন অনুষ্ঠান করবে।

২। নির্বাচনের জন্য সময়সূচী নির্ধারন, প্রার্থী চূড়ান্তকরন, প্রতীক বরাদ্দ ,বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করবে।

৩। উপরোক্ত দফা সমূহে নির্ধারিত দায়িত্ব সমূহের অতিরিক্ত যেরুপ দায়িত্ব এই গঠনতন্ত্রে বা অন্য কোন বিধি দ্বারা নির্ধারিত হবে নির্বাচন কমিশন সেইরুপ দায়ীত্ব পালন করবে।

(খ) এই ভাগের অধীন নির্বাচন কমিশনের উপর ন্যাস্ত দায়িত্ব পালনের জন্য যেরুপ কর্মচারি ,কর্মকর্তা বা স্বেচ্ছাসেবী প্রয়োজন হবে নির্বাচন কমিশন অনুরোধ করলে "সাংগঠনিক উপ কমিটি" সেইরুপ কর্মচারি,কর্মকর্তা বা স্বেচ্ছাসেবী প্রদানের ব্যাবস্থা করবে।

(গ) নির্বাচন কমিশনারগন ও উপদেষ্টা পরিষদ ব্যতিত সকল সদস্যই বিধি অনুযায়ী সাধারন নির্বাচনে অংশগ্রহন ও ভোট প্রদান করতে পারবেন।

অনুচ্ছেদ-৩ ভোটার তালিকাঃ-

(ক) গঠনতন্ত্রের প্রথম অধ্যায়ের অনুচ্ছেদ(৬) দ্বারা নির্ধারিত সকল সদস্যই ভোটার তালিকায় অন্তর্ভূক্ত হবে।শুধু নির্বাচন কমিশনের সদস্য ও উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ব্যাতিত।

(খ) কোন সদস্য কার্যপরিষদ সহ অন্যান্য নির্বাচনে বিধি অনুযায়ী নির্ধারিত ধাপে ভোটার তালিকাভুক্ত হবার অধিকারি হবেন,যদি –

১। পূর্বতন কার্যপরিষদের মেয়াদ শেষ হবার তারিখ পর্যন্ত সাধারন সদস্য পদে বহাল থাকেন বা-

২। কার্যপরিষদ কর্তৃক কোন বিধি দ্বারা দোষী হিসেবে অন্তর্ভূক্ত বা অযোগ্য বলে ঘোষিত হন।

অনুচ্ছেদ-৪ নির্বাচন অনুষ্ঠানের সময়ঃ-

(ক) কার্যপরিষদের মেয়াদ অবসানের কারনে মেয়াদ সমাপ্তির তারিখের পরবর্তি পয়ত্রিশ দিনের মধ্যে কার্যপরিষদ গঠনে সাধারন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

(খ) মৃত্যু , পদত্যাগ বা অপসারনের বা কোন বিধি লঙ্ঘিত হওয়ার ফলে কার্যপরিষদের কোন পদ শূণ্য হলে শূণ্য পদ পূরনের নিমিত্তে "সাংগঠনিক উপ কমিটি" দ্বারা গঠিত নির্বাচন কমিশন উক্ত শূণ্য পদে ত্রিশ দিনের মধ্যে সাধারন নির্বাচনের ব্যাবস্থা করবে।

অনুচ্ছেদ-৫ নির্বাচনের প্রার্থীতাঃ=

(ক) গঠন্তন্ত্রের প্রথম অধ্যায়ের অনুচ্ছেদ (৬) দ্বারা স্বীকৃত উপদেষ্টা পরিষদ ও নির্বাচন কমিশনে নিয়োগকৃত সদস্য ব্যাতিত যে কোন সদস্য প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন।

অষ্টম অধ্যায়ঃ- কার্যপরিষদ

অনুচ্ছেদ-১ কার্যপরিষদ প্রতিষ্ঠাঃ

(ক) "কার্যপরিষদ" নামে আলোর প্রদীপ সংগঠনের একটি নির্বাহী পরিষদ থাকবে এবং গঠনতন্ত্রের বিধানাবলী সাপেক্ষে সাংগঠনিক নির্বাহী ক্ষমতা কার্যপরিষদের হাতে ন্যাস্ত থাকবে।

(খ) একক সতন্ত্র সদস্য হিসেবে ভোটারদের প্রত্যেক্ষ ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত উনিশ জন সদস্য নিয়ে কার্যপরিষদ গঠিত হবে এবং নির্বাচিত সদস্যগন কার্যপরিষদ সদস্য বলে বিবেচিত হবেন।

(গ) কার্যপরিষদে সংরক্ষিত মহিলা সদস্যপদে অতিরিক্ত দুজন সংযুক্ত হবেন নির্বাচিত কার্যপরিষদ সদস্যদের প্রত্যেক্ষ ভোটের মাধ্যমে।এ ক্ষেত্রে সংরক্ষিত পদে প্রার্থী না পাওইয়া গেলে কার্যপরিষদ সংরক্ষিত পদে দুজন মহিলা সদস্য নিয়োগ দিতে পারবে।

(ঘ) নির্বাচিত কার্যপরিষদ শপথ গ্রহনের দিন হতে দুই বছর মেয়াদে কার্যপরিচালনা করবে এবং মেয়াদ পূর্ন হবার দিন হতে সাংগঠনিক উপ কমিটির নিকট দায়িত্ব ক্ষমতা হস্তান্তরের মধ্যে দিয়ে চলমান কার্যপরিষদ বিলুপ্ত হবে।

(ঙ) প্রধান কার্যালয়ে কার্যপরিষদের আসন থাকবে।

অনুচ্ছেদ-২ কার্যপরিষদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার যোগ্যতা ও অযোগ্যতাঃ-

(ক) সাধারন সদস্য পদে অন্তত একবছর পূর্ন হওয়া বা সহযোগী অংশে নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাহী কমিটিতে দায়িত্ব পালনের অভিজ্ঞতা।

(খ) কোন ব্যক্তি বা সদস্য কার্যপরিষদের সদস্য নির্বাচিত হওয়ার বা কার্যপরিষদ সদস্য থাকার যোগ্য হবেন না যদি-

১। বাতসরিক দানের অর্থ বকেয়া থাকে বা সংগঠনের কোন তহবিলের অর্থ গচ্ছিত থাকে।

২। সংগঠন কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য চাদা অপরিশোধিত থাকে।

৩।সংগঠনে প্রতিশ্রুত কোন কিছু প্রদানে বিরত বা সক্ষম না হয়।

৪। সাংগঠনিক উপ কমিটির সুপারিশপ্রাপ্ত না হন।

৫। কার্যপরিষদ কর্তৃক কোন সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে শাস্তিপ্রাপ্ত হন।

৬।একই মূলনীতির সাথে সামজশ্যপূর্ন অন্য কোন সঙ্ঘ বা সংস্থার নির্বাহী পদে আসীন থাকেন।

৭।বাংলাদেশের আদালত কর্তৃক ফৌজদারি অপরাধে দন্ডিত হন।

৮। চেয়ারম্যান পদে টানা দুই মেয়াদ অতিবাহিত করেন। কোন রাজনৈতিক দলের সাংগঠনিক পদে আসীন থাকেন।

অনুচ্ছেদ-৩ কার্যপরিষদের সদস্যপদ শূর্ন্য হওয়াঃ-

(ক) কোন কার্যপরিষদ সদস্যর সদস্য পদ শূন্য হবে যদি-

১। নির্বাচনের পর কার্যপরিষদের কার্যভার গ্রহনের তারিখ হতে পরবর্তি ত্রিশ দিনের মধ্যে তিনি নির্ধারিত শপথ গ্রহন বা ঘোষনা পত্র করতে বা স্বাক্ষর দানে ব্যার্থ হন।তবে শর্ত থাকে যে, অনুরুপ মেয়াদ অতিবাহিত হওয়ার পূর্বে চেয়ারম্যান উক্ত সদস্যর আবেদনের ভিত্তিতে সময় বর্ধিত করতে পারবেন।

২। কার্যপরিষদের অনুমতি ব্যাতিত অনধিক ১২০ দিন কার্যালয় হাজিরায় অনুপস্থিত থাকেন। তবে টানা ত্রিশ দিনের অতিরিক্ত এবং বছরে দুই বারের অতিরিক্ত ছুটি চেয়ারম্যান মঞ্জুর করতে পারবেন না।

৩। চলমান অনুষ্ঠিত সভায় টানা তিনটি সভার অধিক সময় অনুপস্থিত থাকেন।

৪।অন্যকোন কারনে কার্যপরিষদ ভেংগে গেলে।

৫।সাংগঠনিক বিধি ভঙ্গের দায়ে কার্যপরিষদ কর্তৃক সাধারন সদস্যপদ বাতিল হয়।

৬।কোন সদস্য চেয়ারম্যান বরাবর নিজ স্বাক্ষরযুক্ত পদত্যাগ পত্রে স্বীয় পদ ত্যাগের ইচ্ছা প্রকাশ বা পদত্যাগ পত্র প্রেরণ করেন।

অনুচ্ছেদ-৪ কার্যপরিষদ সদস্যদের সম্মানীঃ-

(ক) কার্যপরিষদের নির্ধারিত বিধি দ্বারা কিংবা অনুরুপভাবে নির্ধারিত না হওয়য়া পর্যন্ত প্রধান উপদেষ্টা কর্তৃক আদেশের দ্বারা যেরুপ নির্ধারিত হবে কার্যপরিষদ সদস্যগন সেইরূপ সম্মানী ও বিশেষ অধিকার লাভ করবে।

অনুচ্ছেদ -৫ কার্যপরিষদ সদস্য ও পদবীঃ-

(ক) সাধারন নির্বাচনে সদস্যদের প্রত্যেক্ষ ভোটে নির্বাচিত কার্যপরিষদ সদস্যর মধ্যে হতে যে পদবীতে দায়িত্বপ্রাপ্ত হবেন-

১।চেয়ারম্যান- এক জন।

২। উপ চেয়ারম্যান- তিন জন।

৩।সাধারন সম্পাদক- এক জন।
৪।যুগ্ম সাধারন সম্পাদক- দুই জন।
৫।সাংগঠনিক সম্পাদক- একজন।
৬।যুগ্ম সাংগঠনিক সম্পাদক-এক জন।
৭। বহিঃআন্ত যোগাযোগ বিষয়ক সম্পাদক- একজন।
৮।কোষাধ্যক্ষ-এক জন।
৯। দপ্তর সম্পাদক- এক জন।
১০। পরিকল্পনা বিষয়ক সম্পাদক- একজন।
১১।শিক্ষা ও গনশিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক- একজন।
১২। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক- একজন।
১৩।সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া বিষয়ক সম্পাদক-এক জন।
১৪। প্রচার তথ্য ও গনসংযোগ বিষয়ক সম্পাদক-একজন।
১৫। সাহিত্য,গ্রন্থাগার ও প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক-এক জন।
১৬।মহিলা বিষয়ক সম্পাদক-এক জন।
১৭। কার্যকরি সদস্য- দুই জন।

(খ) নির্বাচিত কার্যপরিষদ সদস্যবৃন্দ শপথ গ্রহনের পর নির্বাচিত সদস্যদের মধ্যে হতে চেয়ারম্যান ও সাধারন সম্পাদক পদ নির্বাচিত হবে গোপন ভোটের মাধ্যমে। চেয়ারম্যান ও সাধারন সম্পাদক নির্বাচিত হওয়ার পর নির্বাচিত চেয়ারম্যান ও সাধারন সম্পাদক তাদের পদের বিপরীতে শপথ গ্রহন করবেন। ও পরবর্তি সাত কার্যদিবসের মধ্যে অন্যান্য পদে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের উপর সাংগঠনিক দায়িত্ব অর্পন করবেন।

(গ) চেয়ারম্যানের নের্তৃত্বে কার্যপরিষদ থাকবে এবং তিনি সময় সময় যেরুপ স্থির করবেন সেইরুপ সাধারন সম্পাদক ব্যাতিত নির্বাচিত সদস্যদের সমন্বইয়ে কার্যপরিষদের অন্যান্য পদ পরিবর্তিত হবে।

(ঘ) চেয়ারম্যান বা তার কর্তৃত্বে এই গঠনতন্ত্র অনুযায়ী সংগঠনের সর্বোচ্চ নির্বাহী ক্ষমতা প্রযুক্ত হবে এবং তার প্রতিনিধি হিসেবে সাধারন সম্পাদক উক্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করবে।

(ঙ) সংগঠনের সকল নির্বাহী ব্যাবস্থা চেয়ারম্যানের নামে গৃহীত হয়েছে বলে প্রকাশ করা হবে।

(চ) চেয়ারম্যান সংগঠনের কার্যাবলি বন্টন ও পরিচালনার জন্য গঠনতন্ত্রের আলোকে নির্দেশনা স্থির করবেন।

<u>অনুচ্ছেদ-৬ পদের মেয়াদঃ-</u>

(ক) চেয়ারম্যান পদ শূণ্য হবে যদি-

১। তিনি প্রধান উপদেষ্টা বরাবর স্বীয় পদত্যাগপত্র প্রদান ও উক্ত পত্র গৃহীত হয়।

২। সাধারন সদস্য পদে না থাকেন।

৩। কার্যপরিষদ সদস্যদের সমর্থন হারান। যদি এমন পরিস্থিতির পরিবেশ তৈরি হয় তবে কার্যপরিষদ সদস্যগন পূণঃ চেয়ারম্যান নির্বাচিত করবেন এবং শূন্য পদে উপ নির্বাচনের মাধ্যমে পদের শূন্যতা পূরনের ব্যাবস্থা করবেন।

৪। যদি কোন রাজনৈতিক সাংগঠনিক পদবীতে আসীন হন।

৫।অন্য কোন একই মূল্যবোধ সম্বলিত সংস্থার নির্বাহী পদে আসীন হন।

(খ) সাধারন সম্পাদক পদ শূন্য হবে যদি-

১। তিনি চেয়ারম্যান বরাবর স্বীয় পদত্যাগ পত্র প্রদান করেন।

২।সাধারন সদস্যপদ হারান।

৩। কার্যপরিষদ সদস্যদের সমর্থন হারান।যদি এমন পরিবেশ তৈরি হয় তবে চেয়ারম্যান উক্ত পদে ভারপ্রাপ্ত সম্পাদকের দায়ীত্ব অর্পন করবেন ও বিধি অনুযায়ী উপ নির্বাচনের মাধ্যমে শূন্য পদ পূরনের ব্যাবস্থা করবেন।

৪। যদি কোন রাজনৈতিক সাংগঠনিক পদে আসীন হন।

৫।অন্য কোন একই মূল্যবোধ সম্বলিত সংস্থার নির্বাহী পদে আসীন হন।

(গ) কার্যপরিষদের অন্যান্য পদের শূন্যতা হবে যদি-

১।চেয়ারম্যান এর নিকট পেশ করার জন্য সাধারন সম্পাদকের নিকট স্বীয় পদত্যাগ পত্র প্রদান করেন ও গৃহীত হয়।

২। সাধারন সদস্য পদে না থাকেন।

৩। গঠনতন্ত্র বিরোধী কার্যকলাপে বা স্বীয় সার্থে কাজ করছেন বলে কার্যপরিষদের নিকট প্রতীয়মান হয়।তবে কার্যপরিষদের সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্টের ভোটে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হবে।যদি এমন পরিবেশ তৈরি হয় তবে চেয়ারম্যান উক্ত পদে ভারপ্রাপ্ত দায়ীত্ব অর্পন করবেন ও বিধি অনুযায়ী উপ নির্বাচনের মাধ্যমে শূন্য পদ পূরনের ব্যাবস্থা করবেন।

৪। যদি কোন রাজনৈতিক সাংগঠনিক পদে আসীন হন।

৫।অন্য কোন একই মূল্যবোধ সম্বলিত সংস্থার নির্বাহী পদে আসীন হন।

অনুচ্ছেদ-৭ কার্যপরিষদের ক্ষমতা ও কার্যঃ-

(ক) কার্যপরিষদ গঠনতন্ত্রের বিধি মোতাবেক সকল প্রকার ক্ষমতার অধিকারি রুপে সংগঠনের সর্বোচ্চ নির্বাহী প্রতিনিধি হিসেবে কার্য পরিচালনা করবে।

(খ) কার্যপরিষদ প্রয়োজনে যে কোন কর্মসূচি গ্রহন, চুক্তি সম্পাদন, গঠনতন্ত্রের আলোকে বিধি প্রনয়ন, উপ কমিটি ,কমিটি গঠন,শাখা অনুমোদন,সহযোগী অংশের নির্বাহী পরিষদ অনুমোদন ও নিয়ন্ত্রন, সাধারন সদস্যপদ বাতিল সহ দৈনন্দিন সকল কার্য পরিচালনা করবে।

(গ) সময়ের প্রয়োজনে গঠনতন্ত্রের সংশোধন এর সিদ্ধান্ত গ্রহন ও উক্ত সংশোধনী পাশের জন্য সকল ব্যাবস্থা গ্রহন করবে।

(ঘ) সাংগঠনিক উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহন ও বাস্তবায়ন।

(ঙ) উপদেষ্টা পরিষদ গঠন ও অনুমোদন।

(চ) সাংগঠনিক সকল সম্পদের যথাযথ ব্যাবহার,নিয়ন্ত্রন,ও রক্ষনাবেক্ষনের দায়িত্ব পালন।

(ছ) নির্বাহী ক্ষমতাবলে চেয়ারম্যান ও সাধারন সম্পাদক সাধারন সদস্যপদ প্রদান করবেন।

অনুচ্ছেদ-৮ কার্যপরিষদের ব্যয় নির্বাহঃ-

(ক) কার্যপরিষদ পরিচালনার সকল ব্যয় সাংগঠনিক উপ কমিটি বহন করবে।

নবম অধ্যায়ঃ- উপদেষ্টা পরিষদ

অনুচ্ছেদ-১ গঠনঃ-

(ক) সংগঠন কে সার্বিক বিষয়ে পরামর্শ প্রদানের লক্ষ্যে উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত হবে।উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য সংখ্যা কতো হবে বা প্রধান উপদেষ্টা কে হবেন তা কার্যপরিষদ নির্ধারন করবে।

(খ) উপদেষ্টা পরিষদ গঠনে যে সূচক বিবেচিত হবে-

১। সংগঠনের সদস্য হিসেবে অন্তত একবছর অতিবাহিত হয়েছে কিনা।

২। জন্মসনদ অনুযায়ী বর্তমান বয়স ত্রিশ এর উর্দ্ধে কিনা।

৩।শিক্ষাগত যোগ্যতায় সর্বোচ্চ অধিকার করেছে কিনা।তবে অভিজ্ঞতার আলোকে কার্যপরিষদ বিবেচনা করতে পারবে।

৪। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক মন্ডলী উপদেষ্টা পরিষদে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত হবেন।

৫।বিভিন্ন সংগঠন বা কার্যপরিষদে কাজের অভিজ্ঞতা আছে কিনা।

৬।ব্যক্তিগত অবস্থান,সামাজিক মর্যাদা,সত নৈতিক গুনাবলির অধিকারি কিনা।

(খ) উপদেষ্টা পরিষদ সাংগঠনিক সিদ্ধান্তে কার্যপরিষদের অনুমোদনে তিন বছর মেয়াদে গঠিত হবে।তবে শর্ত থাকে যে,গঠণতন্ত্রের অন্যান্য বিধানাবলি ভঙ্গের দায়ে উপদেষ্টা পরিষদের কোন সদস্যর উপদেষ্টা মর্যাদা প্রত্যাহার করা যেতে পারে।

অনুচ্ছেদ-২ উপদেষ্টাদের কাজঃ-

(ক) উপদেষ্টা পরিষদ শুধুমাত্র সাংগঠনিক বিষয়ে কার্যপরিষদ কে পরামর্শ ও দিক নির্দেশনা প্রদান করা ও গঠনতন্ত্রে অন্যান্য বিধানাবলিতে প্রদত্ত ক্ষমতা ও কার্য পরিচালনা করবেন।

(খ) প্রধান উপদেষ্টা কার্যপরিষদ সদস্যদের শপথ পাঠ বা প্রধান উপদেষ্টার অনুপস্থিতিতে ততকর্তৃক নির্দেশিত উপদেষ্টা বা এইরুপ নির্দেশ না থাকলে নির্বাচন কমিশন মনোনীত উপদেষ্টা শপথ পাঠ করাবেন।

অনুচ্ছেদ-৩ উপদেষ্টা পরিষদের ক্ষমতাঃ-

(ক) উপদেষ্টা পরিষদ গঠন্তন্ত্রের ও বিধিতে প্রদত্ত ক্ষমতার অধিকারী হিসেবে সংগঠনের সর্বোচ্চ সম্মানের অধিকারি রুপে বিবেচিত হবেন এবং উপদেষ্টাদের কর্মকান্ডে কোন সদস্যই কোনরূপ প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারবেন না।

(খ) উপদেষ্টা পরিষদ সকল প্রকার নির্বাহী ক্ষমতা প্রয়োগ হতে বিরত থাকবে।

দশম অধ্যায়ঃ- পরিকল্পনা কাউন্সিল

অনুচ্ছেদ-১ গঠনঃ-

(ক) কার্যপরিষদ কে সহায়তার লক্ষ্যে এবং সাংগঠনিক বিভিন্ন কর্ম পরিকল্পনা প্রনয়নের সুবিধার্থে সাবেক কার্যপরিষদ সদস্যদের সমন্বয়ে পরিকল্পনা কাউন্সিল গঠিত হবে।

(খ) পরিকল্পনা কাউন্সিলে একজন কাউন্সিল প্রধান সহ কতোজন সদস্য অন্তর্ভূক্ত হবেন তা কার্যপরিষদ নির্ধারন করবে এবং পরিকল্পনা কাউন্সিলে পরিকল্পনা বিষয়ক সম্পাদক সাচিবিক দায়িত্ব পালন করবেন।

(গ) প্রতিটি চলমান কার্যপরিষদ কার্যভার গ্রহনের পর সুবিধাজনক সময়ে এই কাউন্সিল গঠন করবে এবং কার্যপরিষদের মেয়াদ উত্তির্ন বা ভেঙ্গে যাওয়য়া বা ক্ষমতা হস্তান্তরের দিন হতে চলমান পরিকল্পনা কাউন্সিল বিলুপ্ত হবে বা কার্যপরিষদের ইচ্ছায় চলামান বা বিলুপ্ত হবে।

অনুচ্ছেদ-২ কাজ ও ক্ষমতাঃ-

(ক) পরিকল্পনা কাউন্সিল শুধুমাত্র বিভিন্ন সাংগঠনিক পরিকল্পনা প্রনয়ন করে তা বাস্তবায়নের জন্য কার্যপরিষদ কে সুপারিশ করবে।এতদ্বা কার্য ব্যাতিত এ কাউন্সিল কোনরুপ নির্বাহী বা তদরুপ ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবে না।

(উল্লেখ থাকে যে, এই গঠন্তন্ত্র অনুমোদনের পর চলমান কার্যপরিষদ প্রজ্ঞাপন জারির তারিখ হতে পূর্ববর্তি সকল বিধিমালা অকার্যকর হবে।এবং সর্বক্ষেত্রে এই গঠন্তন্ত্রের আলোকে সংগঠন পরিচালিত হবে। এছাড়াও এই গঠন্তন্ত্রের আলোকে কার্যপরিষদ গঠনের পূর্ব সময় পর্যন্ত চলমান কার্যপরিষদ সকল নির্বাহী ক্ষমতা প্রয়োগ ও সংগঠন পরিচালনায় অবৈধ হবে না।